কৃতজ্ঞতা স্বীকার ।।

এই কাজ শুরু হয়েছিল আজ থেকে প্রায় সাত বছর আগে আমার সহকর্মী ইংরিজি সাহিত্যের অধ্যাপক নারায়ণ চৌধুরীর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায়। দুঃখের বিষয়, নারানদা আজ আমাদের মধ্যে নেই। তাঁর স্মৃতির প্রতি আমার শ্রদ্ধা জানাই।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. অংকুশ ভট্ট নানাবিধ প্রশাসনিক ব্যস্ততা সত্ত্বেও পাণ্ডুলিপির বেশ কিছু অংশ গভীর মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করেছেন এবং সে বিষয়ে নানান মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন আমাকে। তাতে আমি উপকৃত হয়েছি। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরিজি বিভাগের অধ্যাপক কমলকুমার রায় দু-একটি বিষয় আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা রইল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষক অনুজপ্রতিম স্মৃতিকান্ত বর্মণের সহযোগিতাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আমার কর্মক্ষেত্র অর্থাৎ এ.সি.কলেজ অব্ কমার্স-এর সহকর্মীদের উৎসাহদান ও সক্রিয় সহযোগিতার কথা বলতেই হবে। বিশেষ করে বলতে হবে ড: চন্ডীদাস লাহিড়ীর কথা। আমাদের গ্রন্থাগারিক কল্যাণ দে-র কথাও এ প্রসঙ্গে আসবে। হলদিবাড়ি কলেজের ইংরিজি সাহিত্যের অধ্যাপক বন্ধু লুৎফর রহমান তাঁর নিজস্ব সংগ্রহ থেকে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ আমাকে পড়তে দিয়েছেন ও নানা প্রশ্নের মীমাংসা করেছেন।

এই কাজে আমি সহযোগিতা পেয়েছি আমার কলেজের ও এম.এ. ক্লাসের ছাত্রদেরও। অম্বির চক্রবর্তী, উজ্জ্বল গঙ্গোপাধ্যায়, শান্তনু ঘোষ,

নিধীর সরকার, গৌরীর দাস এবং আমার স্নেহাস্পদ ছোট্ট টুম্পা (কিশোর বর্মণ) আমাকে প্রুফ সংশোধনে সাহায্য করেছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারকর্মীরা গভীর আন্তরিকতায় সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন। আমি তাঁদের কাছেও কৃতজ্ঞতা জানাই।

এখানে স্বীকার করব, গৌরী চৌধুরী, রুণা গঙ্গোপাধ্যায় ও বিদ্যুৎ রায়ের বিশেষ সহায়তা ছাড়া আমি কিছুতেই এ কাজ শেষ করতে পারতাম না।

নানা বিপর্যয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাকে এই কাজ করতে হলো। সর্বাধিক সহায় হয়েছেন আমার গবেষণা-নির্দেশক অধ্যাপক অশুকুমার সিকদার। চূড়ান্ত ভেঙে পড়ার মুহূর্তেও তাঁর ঐন্দ্রজালিক ব্যক্তিত্ব আমাকে জোড়া লাগিয়ে, কর্মের পথে ঠেলে দিয়েছে। তাঁর তত্ত্বাবধান, নিয়ত সাহচর্য ও প্রতিমুহূর্তের উপদেশ না পেলে এ কাজ এতোটা সুন্দরভাবে করে ওঠা যেত না।

সত্যবতী মুখোপাধ্যায়